আজকের কাগজ

তারিখ .. 07 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

৭

৪২

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নারায়ণগঞ্জের ২৬ হাজার শিশুকে এ বছর বিদ্যালয়ে আনতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ এ বছর থেকে দেশে প্রাথমিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৪টি উপজেলাকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। বাকি উপজেলাগুলোতেও পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি চালু করা হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে শিশু জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। আর এ বছরের প্রথম দিনে ফতুল্লার কুতুব আইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ '৯২।

শিশু জরিপ তথ্যে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা মোট ৮৫ হাজার ৮৩৬ জন। এর মধ্যে ৬ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ২৫ হাজার ৬০৯ জন। এদের প্রত্যেককেই ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাপক্ষের সমাপনী দিবসে উপজেলা চত্বরে আয়োজন করা হয়েছিলো আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। খোলা মাঠে বিরাট প্যান্ডেলের নীচে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন সকল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সব কর্মকর্তা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ও শিক্ষানুরাগী ছাত্র-অভিভাবকগণ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ সিরাজুল ইসলাম এমপি (নারায়ণগঞ্জ-৪), বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কমরউদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোশতাক আহমেদ। স্বাগত ভাষণ দেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার এসএম হারুন-অর-রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন এমএ আউয়াল, এসএম নাসির, কাশেম জামাল, দাইসউদ্দিন আহমেদ, খোরশেদ আলম প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শরীর চর্চা প্রদর্শন করে। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান পরিবেশন করেন রেডিও এবং টিভি শিল্পী শিপ্রা পোদ্দার ও রেজা রব্বানী। সমাপনী দিবসের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে যথার্থভাবেই সার্থক করেছিলো।